# বন্যা, ভূমিকম্প
# ও
# ঘূর্ণিঝড়

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا ﴿۱۶﴾

'এবং আমরা (সতর্ককারী) রসুল না পাঠিয়ে কখনও আযাব অবতীর্ণ করি না।'

*(সূরা বনী ইসরাইল)*

## এ যুগে কোন সতর্ককারী এসেছেন কি?

"পৃথিবীতে একজন সতর্ককারী এসেছেন; পৃথিবী তাঁকে গ্রহণ করেনি, কিন্তু খোদা তাঁকে গ্রহণ করবেন এবং মহাপরাক্রমশালী আক্রমণসমূহ দ্বারা তাঁর সত্যতা প্রকাশিত করবেন।" *[ইলহাম- হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)]*

প্রকাশক। **মাহবুব হোসেন**
ন্যাশনাল সেক্রেটারী ইশায়াত
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

রচনায়। **মৌলবী মোহাম্মাদ**
ভূতপূর্ব ন্যাশনাল আমীর
বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া।

প্রকাশকাল। আগষ্ট ১৯৬৮।
আগষ্ট ১৯৮৭, ৫০০০ কপি।
সেপ্টেম্বর ১৯৮৮, ৫০০০ কপি।
ডিসেম্বর ১৯৮৮, ৫০০০ কপি।
ডিসেম্বর ২০০৮, ৫০০০ কপি।

মুদ্রণে। **বাড-ও-লিভস্**
২১৭/এ, ফকিরেরপুল ১ম লেন
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।

**Bonna, Bhumikampa O Ghurnijhor**
by **Moulvi Muhammad**
**Former National Ameer**
**Bangladesh Anjuman-e Ahmadiyya**

Published by **Mahbub Hossain**
National Secretary Isha'at
Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
4 Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211

ISBN 984 991 002 X

بسم الله الرحمن الرحيم

# বন্যা, ভূমিকম্প ও ঘূর্ণিঝড়

বন্যার সর্বগ্রাসী রূপ, ভূমিকম্পের তাণ্ডবলীলা ও ঘূর্ণিঝড়ের প্রলয়নৃত্য মানবজাতিকে ভীতবিহ্বল করে তুলেছে।

শহরগুলো ধ্বংস এবং জনপদগুলো জনশূন্য হতে চলেছে। ধরাপৃষ্ঠ হতে মানব জাতির অস্তিত্ব লোপ পাওয়ার আশঙ্কা আজ প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। যদি এভাবে ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা চলতে থাকে, তাহলে অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবী হতে মানব জাতির অস্তিত্ব যে লোপ পাবে–তাতে কোন সন্দেহ নেই।

বর্তমানে বাংলাদেশের উপর দিয়ে যে প্লাবন বয়ে যাচ্ছে তাতে আমরা আতঙ্কিত না হয়ে পারি না। রাজধানী ঢাকাসহ বাংলাদেশের অধিকাংশ জেলা বন্যার তাণ্ডবলীলায় মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ। পত্রপত্রিকায় প্রত্যেকদিনই লোমহর্ষক ও হৃদয়বিদারক ঘটনাবলী আমাদের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। কারও-কারও মতে এই বন্যা পূর্ববর্তী সকল রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। ইতিপূর্বে ১৯৫৪-৫৫ এবং ১৯৭৪ সনে ও ১৯৮৭ সনে বাংলাদেশে প্রলয়ংকরী বন্যা সংঘটিত হয়েছিল এবং বর্তমানেও (১৯৮৮-তে) এই প্রলয়ংকরী বন্যা দেখা দিয়েছে যা অতীতের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। তখন কোন কোন পত্রিকা একে Noah's Deluge বা নূহের প্লাবন নামে আখ্যায়িত করেছিল।

এবারকার বন্যায় প্রায় সকল জেলা ক্ষতিগ্রস্থ, এমনকি সর্বোচ্চ জেলা দিনাজপুর, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও-ও এর কবল হতে রেহাই পায়নি। এ বন্যা যে শুধু বাংলাদেশে তাই নয়, বরং পৃথিবীর অন্যান্য স্থান- যেমনঃ চীন, ভারত, দক্ষিণ কোরিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা এবং আমেরিকার কতিপয় দেশও এর হাত থেকে রেহাই পায়নি। আফ্রিকার কোন-কোন দেশে প্রবল খরায় ফসলহানির কারণে বহু লোক অনাহারে মারা যাচ্ছে। এইতো গত বছর মানুষের তৈরী আণবিক চুলির মারাত্মক দুর্ঘটনায় মানুষের অবর্ণনীয়

ক্ষতি সাধিত হয়েছে এবং আগামীতেও হতে থাকবে। সুতরাং মানুষের মনে স্বাভাবতই জিজ্ঞাসার সৃষ্টি হয়–কেন এসব বিপদাবলী উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে?

মানবমণ্ডলীর অধিকাংশ যখন পাপ ও ব্যাভিচারে লিপ্ত হয় এবং তারা আল্লাহ্ তাআলার সাথে সকল বন্ধন ছিন্ন করে ফেলে, তখনই কোপগ্রস্থ হয়ে শাস্তির যোগ্য হয়ে যায়। হযরত রসূল করীম (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, শেষ যুগে পৃথিবী পাপ ও ব্যাভিচারে ভরে যাবে। মানব জাতির প্রকৃতি বিকৃত হয়ে যখন তাদের মধ্যে নানা পাপাচার দেখা দেয়, তখন আল্লাহ্'র অমোঘ নিয়ম অনুযায়ী জগতে তাঁর রুদ্র রূপের প্রকাশ পায়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তাআলা বলেন:

'এমন কোন জনপদ নেই যা আমরা কিয়ামতের আগে ধ্বংস না করব, অথবা তাকে গুরুতর শাস্তি না দেব।'

*(সূরা বনী ইসরাঈল, ৬ষ্ঠ রুকু)*

আল্লাহ্ তাআলার উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী আমরা আজ অক্ষরে-অক্ষরে পূর্ণ হতে দেখছি। যে সকল আযাব ব্যাপকভাবে আমরা প্রত্যক্ষ করছি, তা কিয়ামত তথা মহাধ্বংসের পূর্বলক্ষণ স্বরূপ প্রকাশিত হচ্ছে। এগুলি পবিত্র কুরআন তথা ইসলামের সত্যতার জলন্ত নিদর্শন বহন করছে। খোদা তাআলা পরম করুণাময়; তিনি কোন জাতিকে সাবধান না করে কখনও আযাব অবতীর্ণ করেন না। তিনি পবিত্র কুরআনে জানিয়েছেন:

'এবং আমরা (সতর্ক করার জন্য) রসূল প্রেরণ না করে কখনও আযাব অবতীর্ণ করি না।'

*(সূরা বনী ইসরাঈল, ২য় রুকু)*

আযাবের এমন একটি দিক নেই, যেদিক দিয়ে আজ পৃথিবী আক্রান্ত হয়নি। পৃথিবীর এমন কোন দেশ বা এমন কোন জাতি নেই যার উপর আযাব না এসেছে এবং না আসছে। সকল প্রকার আযাবের প্রবল আক্রমণ মরণাহত মানবের উপর বারবার এসে আঘাত হানছে। মানব প্রকৃতি বিকৃত হয়েছে। তার কারণে আল্লাহ্'র রুদ্র রূপও প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্

নিজেই ঘোষণা করেছেন যে, কোন সতর্ককারী প্রেরণ না করে তিনি আযাব প্রেরণ করেন না। উক্ত বাণীর পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের অনুসন্ধিৎসু মনকে সতর্ককারীর অনুসন্ধানে সচেতন হতে হবে। বুযুর্গানে দ্বীন পবিত্র কুরআন এবং হাদীসমূলে এবং স্ব-স্ব অভিজ্ঞতার আলোকে চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমভাগে হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আ.) এর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। সে অনুযায়ী আল্লাহ্ তাআলা তাঁর প্রেরিত পুরুষ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-কে ইমাম মাহদী ও প্রতিশ্রুত মসীহ রূপে সকল দেশ ও সকল জাতির জন্য চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই প্রেরণ করেছিলেন। তিনি ইংরেজী ১৯০৬ সালে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন:

"মনে রেখ ! খোদা তাআলা আমাকে সাধারণভাবে ভূমিকম্পের সংবাদ দিয়েছেন। সুতরাং নিশ্চয় জেনো ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী যেমন আমেরিকায় ভূমিকম্প এসেছে, সেরূপ ইউরোপেও এসেছে এবং এশিয়ার বিভিন্ন এলাকায়ও আসবে। এদের মধ্যে অনেকগুলো কিয়ামত সদৃশ্য হবে এবং এরূপ মৃত্যু সংঘটিত হবে যে, রক্তের স্রোতধারা প্রবাহিত হবে। এ মৃত্যু হতে পশুপাখিও রক্ষা পাবে না। পৃথিবীতে এরূপ ধ্বংস দেখা দেবে যে, মানুষ সৃষ্টি অবধি এরূপ ধ্বংস কখনও আসেনি, এবং অধিকাংশ স্থান ওলট-পালট হয়ে যাবে; দেখে মনে হবে যেন সেখানে কখনও কোন অধিবাসী ছিল না। এর সাথে আকাশ ও পৃথিবীর আরো বহুপ্রকার বিপদ গুরুতর আকারে প্রকাশ পাবে, যা বিজ্ঞ ব্যক্তিগণের দৃষ্টিতে অস্বাভাবিক বলে প্রতীয়মান হবে। জ্যোতিষ ও দর্শনের পুস্তকে এর উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যাবে না। তখন মানুষের মধ্যে এক চাঞ্চল্য দেখা দেবে যে, পৃথিবীতে একি হতে চলেছে? অনেকে রক্ষা পাবে এবং অনেকে বিনষ্ট হবে। সেদিন সন্নিকটে এবং আমি তাকে (তোমাদের দ্বারপ্রান্তে) দেখতে পাচ্ছি। তখন দুনিয়া কিয়ামতের দৃশ্য অবলোকন করবে। শুধু ভূমিকম্পই নয়, বরং আরো ভীতিপূর্ণ বিপদাবলী দেখা দেবে, কিছু আকাশ হতে এবং কিছু ভূতল হতে। এটি এজন্য হবে যে, মানবজাতি আপন সৃষ্টিকর্তার উপাসনা ছেড়ে দিয়েছে এবং মনপ্রাণ ও শক্তি দিয়ে পার্থিব বিষয়ে নিমজ্জিত হয়েছে। আমার আগমন না ঘটলে এসব বিপদাবলীর প্রাদুর্ভাবে কিছুটা বিলম্ব ঘটতো। কিন্তু

আমার আগমনের মাধ্যমে খোদার ক্রোধ প্রদর্শনের সেই সুপ্ত বাসনা প্রকাশিত হয়ে গেছে–যা এক দীর্ঘকাল যাবত অন্তরালে ছিল। আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন :

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا ﴿١٦﴾

'এবং আমরা (সতর্ককারী) রসুল না পাঠিয়ে কখনও আযাব অবতীর্ণ করি না।'

তবে অনুতাপকারীরা নিরাপদ থাকবে আর যারা বিপদ আগমনের পূর্বেই সাবধান হবে তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা হবে। তোমরা কি এসব ভূমিকম্প ও বিপদাবলীর কবল থেকে নিজেদের নিরাপদ ভাবছো অথবা স্বীয় প্রচেষ্টায় নিজেদের রক্ষা করতে পারবে বলে মনে করছো? কক্ষনো না। সেদিন সকল মানবীয় কার্যকলাপ নিঃশেষ হয়ে যাবে। আমেরিকা ও অন্যান্য দেশে প্রচন্ড ভূমিকম্প হয়েছে আর তোমাদের এদেশ এসব থেকে নিরাপদ –একথা মনে করো না! আমি লক্ষ্য করছি, তোমরা সম্ভবত এর চেয়েও বেশি বিপদের সম্মুখীন হবে। **হে ইউরোপ! তুমিও নিরাপদ নও! হে এশিয়া! তুমিও সুরক্ষিত নও । হে দ্বীপবাসীরা! কোন কৃত্রিম খোদা তোমাদের সাহায্য করবে না। আমি শহরগুলোকে ধ্বংস হতে দেখছি; জনপদগুলোকে জনমানবশূন্য প্রত্যক্ষ করছি**। সেই এক-অদ্বিতীয় খোদা দীর্ঘকাল যাবত নিরব ছিলেন এবং তাঁর সামনে অনেক জঘন্য অন্যায় সংঘটিত হয়েছে আর তিনি নিরবে সহ্য করেছেন। কিন্তু এখন তিনি রুদ্র মূর্তিতে নিজ স্বরূপ প্রকাশ করবেন। যার শোনার মত কান আছে সে শুনে নিক, সে সময় দূরে নয়। আমি সকলকে খোদার আশ্রয়ের ছায়াতলে একত্র করতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু ভবিতব্য পূর্ণ হওয়াও অবশ্যম্ভাবী। আমি সত্যি সত্যিই বলছি, এদেশের পালাও ঘনিয়ে আসছে। **নূহের যুগের ছবি তোমাদের চোখের সামনে ভাসবে আর লুতের দেশের ঘটনা তোমরা স্বচক্ষে দর্শন করবে**। তবে খোদা শাস্তি প্রদানে ধীর; অনুতাপ কর, তোমাদের প্রতি করুণা প্রদর্শিত হবে। যে খোদাকে পরিত্যাগ করে, সে মানুষ নয়, কীট। যে তাঁকে ভয় করে না সে জীবিত নয়, মৃত।"

*(হাকীকাতুল ওহী, ২৫৬-২৫৮ পৃ., ১৯০৬ ইং)।*

উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই বর্তমান আযাবসমূহের পূর্ণ ছবি দেখতে পাবেন। এখন প্রশ্ন, উক্ত আযাবসমূহ হতে বাঁচার পথ কি? হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) ১৯০৫ সালে এ সম্বন্ধে লিখেছেন:

‘আগত পাবন হতে
বাঁচাতে না পারে
এখন কোন তরী,
নিষ্ফল সব চেষ্টা এখন
খোলা আছে পথ খোদার রাহে
যিনি অনুতাপ গ্রহণকারী।’

*(দুররে সামীন)*

আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন,
“বল তোমরা কি ভাবছো? যদি আল্লাহ্র আযাব তোমাদের উপর সহসা অথবা প্রকাশ্যভাবে এসে পড়ে, তবে কি অত্যাচারী জাতি ছাড়া অপর কেউ ধ্বংস প্রাপ্ত হবে? এবং আমরা প্রেরণ করি না প্রেরিত পুরুষগণকে কিন্তু শুভ সংবাদবাহী এবং সতর্ককারীরূপে ছাড়া। অতএব, যারা ঈমান আনে এবং সংশোধন করে, তাদের উপর কোন ভয় আসবে না, অথবা তারা দুঃখ ভোগ করবে না এবং যারা আমাদের নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে, শাস্তি তাদেরকে ধৃত করবে, যেহেতু তারা অস্বীকার করেছে।”

*(সূরা আন’আম, ৫ম রুকু)*

হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আ.) কুরআন এবং হাদীসের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী যথাসময়ে আবির্ভূত হলেন। রসূল করীম (সা.) আনীত ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আসার জন্য তিনি সমগ্র জগদ্বাসীকে আহ্বান জানালেন। তিনি ঘোষণা করলেন, আল্লাহ্কে পাবার একটাই মাত্র পথ– সিরাতুল মুস্তাকীম; অর্থাৎ, সরল সুদৃঢ় পথ, উদ্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছার পথ, যা হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.) দুনিয়ার সামনে উপস্থাপন করেছেন। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন যে, তাঁকে অনুসরণ-অনুকরণ করে নিজ-নিজ আমলের সংশোধন করে, পাপ ও ব্যাভিচারের পথ পরিহার করেই কেবল আল্লাহ্ তাআলার সাথে সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করা

যায়। কিন্তু শুভাকাঙ্ক্ষীকে চিনতে যুগে-যুগে মানুষ ভুল করেছে। চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী এবারও দুনিয়াসক্ত মানুষ তাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীকে চিনেনি, তাদের প্রিয় ব্যক্তিকে অবজ্ঞা করেছে, সব চাইতে আপন জনকে দূরে ঠেলে দিয়েছে। অন্ধকারের অধিবাসীরা যেভাবে সূর্যের আলোকে সহ্য করতে পারে না, রোগী যেমন ডাক্তারকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে পারে না, তেমনি সমাগত প্রত্যাদিষ্ট পুরুষকেও পথহারা মানব গ্রহণ করতে পারে না। তাই অধিকাংশ মানুষ তাঁকে গ্রহণ করার পরিবর্তে তাঁর বিরুদ্ধে কুফরের ফতোয়া দিয়েছে, নানা প্রকারে যুলুম-অত্যাচারের তীর নিক্ষেপ করেছে। সেজন্য আল্লাহ্‌র নিয়ম অনুযায়ী সারা দুনিয়াব্যাপী আযাব আসছে, ধ্বংসের তাণ্ডব নৃত্য শুরু হয়েছে। তাই এ যুগের ত্রাণকর্তা বলেছেন:

‘খোদার ক্রোধ জাগিল কেন
শুধাও মোরে গাফিলগণ!
অস্বীকার করেছ আমাকে তোমরা
তাইতো এল আযাব-ক্ষণ।’

আল্লাহ্ তাআলা অত্যন্ত দয়ালু। তিনি মুসা (আ.) এর বিরুদ্ধবাদী দলকে একত্রে ধ্বংস করেননি। কিন্তু কিছু সময় অন্তর-অন্তর বিভিন্ন প্রকারের খণ্ড-খণ্ড আযাব দিয়ে তিনি তাদেরকে অনুতাপ করার ও ঈমান আনার সুযোগ দিয়েছিলেন। যখন তারা কিছুতেই মানল না, বরং মঙ্গলকামী নিরপরাধ মুসা (আ.) এবং তাঁর অনুসারীদের ধ্বংস করার জন্য তাঁদের পিছু ধাওয়া করল, তখন আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে সমুদ্রে নিমজ্জিত করে সমূলে ধ্বংস করে দিলেন। এটি আল্লাহ্ তাআলার নিয়ম। তিনি পবিত্র কুরআনে বলেছেন:

‘অতএব যারা আমার এই (আহ্বান) বাক্যকে প্রত্যাখ্যান করে, তাদের বিষয় আমার উপর ছেড়ে দাও। আমরা তাদেরকে ধাপে-ধাপে বিনাশের দিকে আকর্ষণ করব; এমন দিক হতে যে, তারা দিশা পাবে না এবং আমি তাদেরকে সুযোগ দিচ্ছি; কারণ আমার পরিকল্পনা সুদৃঢ়।”

*(সুরা কলম, শেষ রুকু)*

এ যুগেও অনুরূপভাবে খণ্ড-খণ্ড আযাব দিয়ে জগদ্বাসীকে তিনি অনুতাপ করার ও ঈমান আনার জন্য সুযোগ দিচ্ছেন। জগদ্বাসী তাঁকে গ্রহণ করছে না; বরং কোন-কোন দল তাঁর জামা'তের বিরুদ্ধে এখনও কূট-পরিকল্পনা আঁটছে। আল্লাহ্ তাআলার সিদ্ধান্ত ও নিয়ম অত্যন্ত কঠোর। অনুতাপের পথই প্রশস্ত এবং কল্যাণজনক। যারা আল্লাহ্ তাআলার নবীকে গ্রহণ করবে, তারা তাঁর আযাব হতে বেঁচে যাবে এবং যারা তাঁকে গ্রহণ করবে না, তারা বিনষ্ট হয়ে যাবে। নবীকে মানলে আল্লাহ্কে মানা হয় এবং যারা নবীকে গ্রহণ করে, আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করেন ও পুরস্কৃত করেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন,

"যারা রসূলের অনুগমন করে, তারা নিশ্চয় আল্লাহ্র অনুগমন করে।"

*(সূরা নিসা, ১১ রুকু)*

"এবং আমরা কোন রসূল প্রেরণ করিনি, কিন্তু এই জন্য যে, আল্লাহ্র আদেশমূলে তাঁকে সবাই মানবে।" *(সুরা নিসা, ৯ম রুকু)*

"বল: হে মানবজাতি! আমি তোমাদের নিকট একজন পরিষ্কার সতর্ককারী মাত্র। যারা ঈমান আনে এবং নেক আমল করে তাদের জন্য ক্ষমা এবং সম্মানজনক ব্যবস্থা রয়েছে।" *(সূরা আল-হাজ, ৭ম রুকু)*

গত ১৩০০ (বর্তমানে ১৪০০-চলতিকারক) বছর ধরে মুসলমানগণ ক্রমে-ক্রমে দল ও উপদলে বহু মতবাদ আবিষ্কার করে ইসলামের শিক্ষাকে ঘোলাটে করে ফেলেছিল। এর ফলে মুসলমানগণ, তথা জগদ্বাসী পথভ্রান্ত হয়ে গিয়েছিল। আল্লাহ্ তাআলা তাই হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-কে প্রেরণ করে তাঁর দ্বারা আবার ইসলামের প্রকৃত রূপকে প্রকাশিত করে জগদ্বাসীকে সেই দিকে আহ্বান করেছেন। এখন হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-কে গ্রহণ করে পাপ পথ বর্জন করা ও অনুতাপ করা ছাড়া আযাব থেকে বাঁচার উপায় নেই। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন,

"চোখের জলে বন্ধু আমার!
প্রতিহত কর এরে,
ভোলামন! এখন উর্ধ্ব হতে
আগুনের বারি ঝরে।"

*(দূররে সামীন)*

এই ভবিষ্যদ্বাণী হতে বোঝা যাচ্ছে যে, আকাশ হতে মূষলধারে বারি বর্ষণ ছাড়া অগ্নি বর্ষণও নির্দিষ্ট আছে। তিনি আরও বলেছেন,

"দৈব ব্যাপার সম্বন্ধে আমাকে যে জ্ঞান দেয়া হয়েছে তা এই পৃথিবীর সর্বত্র মৃত্যু তার হাত প্রসারিত করবে; ভূমিকম্প হবে– প্রচন্ডভাবে হবে, প্রলয়ের দৃশ্য অভিনীত হবে; ভূপৃষ্ঠ আবর্তিত-বিবর্তিত হবে; অনেকেরই জীবন তিক্ত হয়ে যাবে। তারপর যারা তওবা করবে এবং পাপ কর্ম হতে বিরত হবে, খোদা তাদের প্রতি দয়া করবেন। প্রত্যেক নবীই এ যুগ সম্বন্ধে যেরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন সেগুলো এখন পূর্ণ হওয়া আবশ্যক। কিন্তু যারা চিত্তশুদ্ধি করবে এবং খোদার সন্তুষ্টির পথ অবলম্বন করবে, তাদের কোনই ভয় নেই, তাদের কোন দুঃখ বা অনুতাপ থাকবে না। খোদা আমাকে সম্বোধন করে বলেছেন, 'তুমি আমার পক্ষ থেকে সতর্ককারী। আমি তোমাকে প্রেরণ করেছি, যেন আমার সাথে সম্বন্ধ বিচ্ছেদকারী পাপীদের সদাচারী সাধুগণ থেকে পৃথক করা যায়।' তিনি আরও বলেছেন, 'পৃথিবীতে একজন সতর্ককারী এসেছে, পৃথিবী তাকে গ্রহণ করেনি, কিন্তু খোদা তাকে গ্রহণ করবেন এবং মহাশক্তিশালী আক্রমণসমূহ দ্বারা তার সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করবেন। আমি তোমার প্রতি এরূপ আশিস বর্ষণ করব যে, বাদশাহ তোমার বস্ত্র হতে কল্যাণ অন্বেষণ করবে।'

*(আল ওসীয়্যত, ১৯০৫)*

অতএব, হে জগদ্বাসী ! এযুগে আল্লাহ্ তাআলার প্রেরিত পুরুষ হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর দাস হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.), ইমাম মাহদী ও প্রতিশ্রুত মসীহকে গ্রহণ করে খাঁটি ইসলামের মজবুত দণ্ডকে ধারণ করে আল্লাহ্ তাআলার আযাবসমূহ হতে নিরাপদ হোন। আজ যদি পৃথিবীর সবাই এই পথ অবলম্বন করে, তাহলে অচিরে বিপদ কেটে

যাবে–যেভাবে হযরত ইউনুস (আ.) এর জাতির উপর হতে আযাব সরে গিয়েছিল। আল্লাহ্ তাআলা অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় পবিত্র কুরআনে বলেছেন:

‘ইউনুসের জাতি ছাড়া, আর কোন জাতি কেন হল না, যারা ঈমান আনত এবং সেই ঈমানের ফল লাভ করতে পারত? যখন তারা ঈমান আনল, আমরা তাদের উপর থেকে ইহজীবনের লাঞ্ছনাজনক আযাব অপসারিত করে দিলাম এবং নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তাদের জন্য ব্যবস্থা করলাম।’

*(সূরা ইউনুস, ১০ম রুকু)*

সমগ্র মানবজাতি আজ জ্ঞানে-বিজ্ঞানে এত উন্নত যে, পৃথিবীর ইতিহাসে এর দৃষ্টান্ত নেই। অতএব উন্নত জ্ঞানসম্পন্ন মানবের জন্য উন্নত আদর্শ স্থাপন করা উচিত। তাই আল্লাহ্ তাআলা তাদের সামনে হযরত ইউনুস (আ.)-এর জাতির দৃষ্টান্ত দিয়ে, তাঁর আযাব হতে বাঁচার জন্য মর্মস্পর্শী ভাষায় আহ্বান জানাচ্ছেন। কে আছ ভাগ্যবান! আজ সে ডাকে সাড়া দেবে?

আল্লাহ্ তাআলার কাছে প্রার্থনা করি, তিনি তাঁর সকল বান্দাকে অনুতাপ করার তৌফিক দিন এবং সকল প্রকার বিপদাপদ হতে মুক্তি লাভ করে তাঁর অশেষ কল্যাণ লাভের অধিকারী হওয়ার সৌভাগ্য দিন, আমীন ।

# প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী

## হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) বলেনঃ

“সকল বরকত হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে।”

*(ইলহাম)*

‘সে আলোতে আমি বিভোর-বিলোল
তাঁরই তরে শুধু আমি,
সকলি সে যে, আমি কিছু নই
সিদ্ধান্ত আমি এই জানি।’

*[উর্দু দুররে সামীন]*

‘খোদার পরে আমিতো ওরে
মুহাম্মদের প্রেম-কামী,
এ প্রেম যদি কুফরী হয়
জেনো–কাফের নেতা আমি।’

*[ফারসী দুররে সামীন]*

‘দো-জাহানের নেতা, আলো
মুহাম্মদ সে নাম,
ভূ-লোক-দ্যুলোকে দীপ্তি ছড়ায়ে
অধিবাস অবিরাম।
খোদার আসন দেই না তাঁহারে
সত্যের ভয়ে আমি,
তাঁরে দেখিলেই খোদা দেখা হয়
জানে তা অন্তর্যামী।’

*(ফারসী দুররে সামীন)*